বগুড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীকে গলা কেটে হত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় দুর্বৃত্তরা মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা
(৫২) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে এবং হাত-পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে।

বুধবার সকালে উপজেলা পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামে তার বাড়ির কাছে পুকুরপাড় থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহত মোস্তাফিজার রহমান শিবগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে। তিনি শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং এমএবি ইটভাটার মালিক ছিলেন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে এ হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। স্থানীয়দের ধারণা, বালু ও ইট ব্যবসা নিয়ে বিরোধেই তিনি নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মোস্তাফিজার প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আলাদীপুরে তার ইটভাটায় যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এর পর তিনি বাড়ি না ফিরলে স্ত্রী ও স্বজনরা ফোন দিলেও কেউ ধরেননি।

বুধবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে নিজস্ব পুকুরপাড়ে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তার হাত-পায়ের রগ ও গলাকাটা, পা ভাঙা এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে অন্য কোথায় হত্যা করে বাড়ির কাছে পুকুরপাড়ে মরদেহ ফেলে দেয়া হয়েছে।

তারা আরও জানান, মোস্তাফিজার একসময় নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার নামে মামলাও ছিল। গত ১০ বছরের বেশি সময় বালুর ব্যবসা করেন; একটি ইটভাটার মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য হন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে মোস্তাফিজার হত্যার কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দুর্বৃত্তরা তার ঘাড়ে চাপাতির আঘাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে।

সূত্র- যুগান্তর

চীনে ৬০ হাজার রোগীকে করোনার টিকা, নেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া!

প্রায় ৬০ হাজার মানুষের ওপর করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) পরীক্ষামূলক টিকা প্রয়োগ করেছে চীন। তাদের কারো মধ্যেই কোনো বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মঙ্গলবার দেশটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তিয়ান বাওগো এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা দাবি করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, যাদের টিকা দেয়া হয়েছে, তাদের সবাই নিরাপদ আছেন। এ খবর দিয়েছে চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএন।

গত শুক্রবার চীনের ইউয়ু শহরের স্থানীয় সরকার জানিয়েছিল, জরুরি প্রয়োজনে বাসিন্দাদের পরীক্ষামূলক টিকা ব্যবহার করতে দেয়া হবে। এ ঘোষণার পর থেকে শহরটিতে এমন টিকার চাহিদা বেড়েছে। এক পর্যায়ে রবিবার থেকে করোনা টিকা বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মের সম্ভাব্য দুটি করোনা টিকা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ ধাপে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েক লাখ মানুষের ওপর টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া, অপর একটি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক জানিয়েছে, বেইজিংয়ে ১০ হাজার মানুষকে তাদের সম্ভাব্য টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
চীনের কোভিড-১৯ টিকা তৈরি টাস্কফোর্সের প্রধান ঝেং ঝংওয়েই মঙ্গলবার জানান, চলতি বছরের মধ্যে ৬১ কোটি ডোজ করোনা টিকা

উৎপাদনের প্রত্যাশা করছেন তারা।

প্রসঙ্গত, চীনের কোনো টিকাই এখনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করেনি। এর আগেই এই টিকা প্রয়োগের তথ্য জানাচ্ছে দেশটি। বর্তমানে দেশটির চারটি সম্ভাব্য করোনা টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পুরোপুরি সম্পন্ন না করা টিকাগুলো প্রয়োগ করা হলে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

দর্শনার হিমেল আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপ অবস্থায় বিজিবি সদস্য সহ যুবতী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার হিমেল আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত অবস্থায় একজন বিজিবি সদস্য সহ একজন যুবতী মেয়েকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল বিকাল সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান কাজল এর নির্দেশে এস আই জাকির এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনার হিমেল আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে ৩০২ নাম্বার রুম থেকে অসামাজিক কার্যকলাপ অবস্থায় একজন বিজিবি সদস্য এবং একজন যুবতী মেয়েকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, কুষ্টিয়া মিরপুরের ৪৭ বেটেলিয়ান এর বিজিবি মোঃ সোহেল রানা (৩৮) গ্রাম সেগুনা থানা বেলকুচি জেলা সিরাজগঞ্জ, পিতা মৃত বদিউজ্জামান এর ছেলে।

আটককৃত বিজিবি মোঃ সোহেল রানার লাঃ নাঃ ৬৪২৮৫ এবং আটককৃত মেয়ের নাম হেনা খাতুন (২৩) গ্রাম সিংদিয়া জেলা ও থানা নড়াইল পিতা মোঃ শফিকুল এর মেয়ে।

আটকৃত হেনা খাতুন জানায় ফেসবুকের মাধ্যমে তাদের প্রেম হয় এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের ৩য় বর্ষে পড়াশুনা করছে। পুলিশ জানায় তাদের

কৃষি ও শিক্ষার উন্নয়নে মডেল হবে আমাদের ইউনিয়ন- আবুল হাসেম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোনয়ন প্রত্যাশী আবুল হাসেম।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন প্রার্থী হতে চান?

আবুল হাসেম: জনগণের সেবা করার জন্য জনপ্রতিনিধি হতে হয়। আমি ছাত্র থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ছাত্র রাজনীতি করেছি ১৯৭৫ এর পর থেকেই। আমি কোন পদ পাওয়ার লোভে রাজনীতি করিনি। আমি রাজনীতি করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ভালোবেসে। উনার নীতি ও আদর্শকে বুকে ধারণ করে আসছি। সেই আদর্শের মধ্যে থেকে যতটুকু পেরেছি জনগণের সেবা করেছি। তাদের বিপদে আপদে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আগামী ইউনিয়ন পরিষদে আমি আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশা করছি। চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবা করতে চাই।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলিয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

আবুল হাসেম: আমি যেহেতু ছোট থেকে রাজনীতি করে আসছি, জনগণের পাশে

থেকে। আমার বিশ্বাস বুড়িপোতাবাসীর ভালোবাসা ও তাদের সমর্থনে আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছিা আছে কিনা?

আবুল হাসেম : আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে সরকার পরিচালনা করছেন আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এই দলে একাধিক প্রার্থী থাকা স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস সব দিক বিচার বিবেচনা করলে মনোনয়ন আমিই পাবো। তারপরও যদি না পাই তাহলে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে আমি যাবো না। এলাকায় আমার ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে। তারপরও মনোয়ন না পেলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াবো না। যে মনোনয়ন পাবে তার পক্ষে কাজ করে যাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আপনি দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং অন্য কোন দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন?

আবুল হাসেম : দলমত নির্বিশেষে আমাকে ভোট দেবে। আগামী নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে যে প্রার্থীই দাঁড়াক না কেন, সে তার জামানত হারাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : দলীয় মনোনয়ন পেয়ে আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

আবুল হাসেম : সর্ব প্রথম যেটা করবো, সেটা হলো আমাদের বুড়িপোতা ইউনিয়নে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটাবো। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আমার তদবির থাকবে এটাই প্রথম। কারণ আমাদের ইউনিয়নে প্রতি বছর বন্যায় বেশ কিছু ফসল নষ্ট হয়। কোন কনো জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল হয়। আমার ইউনিয়নে যাতে করে একটি জমিতে বছরে তিনবার ফসল ফলানো যায় সে ব্যবস্থা করবো। অনেক এলাকায় রাস্তা ঘাটের কোন উন্নয়ন হয়নি। সেসব এলাকায় রাস্তা নির্মাণ করে দেবো।

বিশেষ করে আমাদের অবহেলিত নবিননগরের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করবো। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় শিক্ষাখাতে আমরা পিছিয়ে আছি। আমার ইউনিয়নকে শতভাগ শিক্ষিত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলবো। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে যা যা করতে হয় আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি মহোদয়ের সহযোগীয় সে সব কাজ গুলো করবো।

আমর ইচ্ছা আছে আমার ইউনিয়নে একটি কোল্ডস্টোরেজ হবে। সেখানে কৃষকরা তাদের ফসল সংরক্ষণ করতে পারবে। ন্যায্য মূল্যে তারা বিক্রি করতে পারবে। সব মিলিয়ে আমাদের বুড়িপোতা ইউনিয়ন একটি মডেল ইউনিয়ন হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্রামকে শহরে রুপান্তর করার যে সপ্ন সেটা পূরণে সর্বাত্তোক চেষ্ট করবো।

কুষ্টিয়ায় ৩ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্ত আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৩ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত হৃদয়কে (১৭) আটক করেছে পুলিশ। রবিবার সকাল ৯টার দিকে তাকে আটক করা হয়। উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুন্ডি পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মহিষকুন্ডি পূর্বপাড়া গ্রামের তাহাজ্জত হোসেনের ছেলে হৃদয় শনিবার সকালে প্রতিবেশীর শিশু কন্যাকে কলা খেতে দেওয়ার কথা বলে কৌশলে নিজ বাড়িতে ডেকে নেয়। পরে সে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

এ সময় শিশুটির চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে হৃদয় শিশুটিকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে বাড়ির লোকজন শিশুটিকে উদ্ধার করে। সেই সময় তার শরীরে কোন পোশাক ছিল না।

এ ঘটনায় শিশুটির পিতা দৌলতপুর থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ হৃদয়কে আটক করে থানায় নেয়। এ ঘটনার বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি (তদন্ত) শাহাদত হোসেন জানান, হৃদয় নামে এক কিশোর প্রতিবেশী শিশু কন্যাকে কলা খেতে দেওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার অভিযোগে হৃদয়কে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে কিশোরকে রাতভর নির্যাতন

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়িতে এক কিশোরকে রাতভর নির্যাতনের অীভযোগ পাওয়া গেছে। কুমারখালী উপজেলায় আওয়ামী লীগের নেতার ছেলের বিরুদ্ধে বুধবার রাতে কিশোরকে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ওই কিশোরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় তার পরিবার। এখন আওয়ামী লীগ নেতার ভয়ে পরিবারটি পুলিশকে ঘটনা জানানোরও সাহস পাচ্ছে না।

মারধরের শিকার কিশোরের নাম কামরুজ্জামান (১৬)। সে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বুরুলিয়া গ্রামের সমসের আলীর ছেলে। কামরুজ্জামান কাতলাগাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

কামরুজ্জামানকে কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের ৮ নম্বর রাজাপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনছার আলী মিস্ত্রির বাড়িতে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। তাকে আনছারের ছেলে শুকুর আলী, একই ওয়ার্ডের বাবলু মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা ও মৃত মসলেম মোল্লার ছেলে তাইজাল মোল্লা ধরে নিয়ে যান।

শনিবার আনছার আলী বলেন, তিনি বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজ পড়তে উঠে জানতে পারেন, শুকুর একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে ঘরে আটকে রেখেছে। কথা বললে ছেলেটি জানায়, তাকে খুব মারধর করা হয়েছে। ব্যস্ততা থাকায় তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে কী হয়েছে, জানা নেই। এমন ঘটনা আগেই পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। এ জন্য তিনি ক্ষমা চান।

ভুক্তভোগী কামরুজ্জামান জানায়, গত বুধবার সে রাজাপুর গ্রামে বোনের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়। সন্ধ্যার পর গ্রামটির মসজিদের সামনে পৌঁছালে শুকুর, রানা ও তাইজাল মোটরসাইকেলে করে তাকে ধরে নিয়ে যান। বাড়িতে আটকে রেখে রাতে তাকে রড ও গাছের ডাল দিয়ে পেটানো হয়। ফজরের আজানের সময় তার পরিবারকে ফোন দেওয়া হয়। ফোন পেয়ে তার চাচা মো. বাদশা ও মো. সোহেল সেখানে যান।

সেখানে কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। না দিলে হয় তাকে মেরে ফেলা হবে, না হয় মাদকসহ

পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। দুপুরে ১০ হাজার টাকা দিয়ে কামরুজ্জামানকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।
শুকুর আলীকে তার মুঠোফোন নম্বরে কল করা হলেও পাওয়া যায় নি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ঘটনায় এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনো অপরাধ করে কেউ পার পাবে না। ভুক্তভোগীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

গাংনীতে পরিবারে ছয় প্রতিবন্ধী নিয়ে অন্ধ গৃহবধু পারেছার মানবেতর জীবন

চোখের আলো না থাকলেও অদম্য ইচ্ছা শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গৃহবধু পারেছা খাতুন। নিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও হাল ছাড়েননি সংসারের। মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্বামী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার জীবন সংগ্রাম। অভাব অনটন কুরে কুরে খেলেও আজো তার কপালে জোটেনি সরকারী কোন সহযোগিতা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা স্বাবলম্বীদের খোঁজ খবর রাখলেও এ প্রতিবন্ধী পরিবারের কোন খোঁজ রাখেন না তারা।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা খাতুন। স্বামী, মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বৃদ্ধ অন্ধ মা, রঙ্গিলা আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই সন্তানকে নিয়ে তার পাচ জনের সংসার। স্ত্রী পারেছার চোখের আলো না থাকলেও মনের আলোয় পথ চলা শুরু করে সে।

স্বামী শাহিনকে কামলার কাজে পাঠিয়ে আবার সাথে করে নিয়ে আসে সে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শাহিনের মজুরি দেয়া হয় অর্ধেক। এই সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শুরু করে ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন। অল্প দিনেই কিছুটা স্বস্তি আসে

সংসারে।

বছর খানেক পরে অনেক আশা নিয়ে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও বিধি বাম। পরপর দুটি সন্তান হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত জীবন সংগ্রাম। তবুও হাল ছাড়েনি পারেছা। ভিক্ষাবৃত্তি না করে পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে সংসার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নিজের হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় তাকে। রান্না-বান্না, সন্তানদের গোসল করানো খাওয়ানো ছাড়াও সংসারের সব কাজই করেন নিপুণ হাতে।

স্বামী স্ত্রী দুজনই বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। স্থানীয় ও প্রবাসী কয়েক জন যুবক কোন রকম থাকার ঘরটি ঠিক করে দিয়েছে। আগামীতে দৃষ্টিহীণ এই দুই সন্তানের কী হবে এটা ভেবে কুল পান না পারেছা। তবুও এগিয়ে যাবার স্বপ্ন তার।

সংসারের হালধরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা জানায়, পরিবারের সকলকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করলেও সরকারি-বেসরকারি কোনো সহযোগীতার ছিটে ফোটাও পাইনি। জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান মেম্বাররাও খোঁজ নেইনি এপর্যন্ত। সরকারি সহযোগীতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

প্রতিবেশি কোহিনুর বেগম জানান, পারেছা নিজে অন্ধ হয়ে গোটা সংসারটি যেভাবে টিকিয়ে রেখেছে তা একজন স্বচ্ছল মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। অনেকের সংসারে ছোটখাটো মতবিরোধ থাকলেও পারেছার সংসারে অভাব থাকলেও আছে গভীর ভালবাসা।

আর এক প্রতিবেশী শাহিন আলম জানান, করোনা ভাইসারে দুযোর্গকালীণ মুহুর্তেও তাদেরকে কেউ সহযোগীতা করেনি। সরকারি সহযোগীতার অনেক গল্প শুনলেও এমন একটি অসহায় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাইনি ইউপি মেম্বর কিংবা চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীর সহযোগীতায় এ পর্যন্ত তারা টিকে আছে। তবে তাদের মত একটি পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর দেবার দাবী এ প্রতিবেশীর।

উদ্যোগী যুবক সোহেল রানা বাবু করোনাকালীণ সময়ে গরীবদের সহযোগিতা করার সময় এই পরিবারটি চোখে পড়ে। সেসময় এদের ঘরটি ঠিকঠাক করে কোনরকম বসবাসের উপযোগী করা হয়। স্থানীয় লোকজন যারা প্রবাসে কর্মরত তাদের কাজ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এ পরিবারটির স্থায়ী একটা সমাধান প্রয়োজন বলে জানালেন এই উদ্যোগী যুবক।

স্থানীয ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামীতে পরিবারটির জন্য চেষ্টা করা হবে।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, অফিস থেকে ইতোমধ্যে খোঁজ খবর নেয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে অফিসে আসতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তালিকা দেয়া হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি পরিবারটি সম্পর্কে জানতেন না। মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে এখন জানলেন। সরকারী ভাবে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের দুই জন নিহত

মেহেরপুরের আমঝুপি মাঠের মধ্যে দুরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস ও ইট ভাঙ্গা যান দুর্ঘটনায় ওয়াসিম মিয়া (৩৩) এবং জাফর আলী (৩৫) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজনের বাড়ি আমঝুপি গ্রামের বিশ্বাস পাড়া। তারা দুলাভাই-শ্যালক সম্পর্কের। একই পরিবারের দু’জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। তবে বাস চালকসহ শ্রমিক ও কত জন যাত্রী ছিলেন সে তথ্য এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ইট ভাঙ্গা শ্রমিক হিসেবে আমঝুপি গ্রামের আব্দুল জব্বারের ইট ভাঙ্গা যান (খোয়াভাঙ্গা মেশিন) নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করে ওয়াসিম ও জাফর। ওই যান মেরামতের জন্য আজ ভোরে তারা দু’জন বাড়ি থেকে যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে ঢাকা থেকে মেহেরপুর-গামী রয়েল পরিবহনের একটি বাসের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। অপরদিকে ঘটনাস্থলেই খোয়া ভাঙ্গা যানের ওয়াসিম ও জাফরের মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান বলেন, নিহত দু’জনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্থ যান দু’টি উদ্ধারের কাজ চলছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ডাঃ রমেশ চন্দ্র নাথ

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন মেহেরপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক মেহেরপুর রমেশ ক্লিনিকের মালিক ও মেহেরপুর জেলা বিএমএর সভাপতি ডাঃ রমেশ চন্দ্র নাথ।

বুধবার রাত তিনটার দিকে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি পরলোক গমন করেন। রমেশ চন্দ্র নাথ গত ৩০ সেপ্টেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে কয়েকদিন যাবৎ তিনি আইসিওতে ছিলেন ডাঃ রমেশচন্দ্র নাথের বয়স হয়েছিল ৮১ বছর, তার স্ত্রী দুই ছেলে এক মেয়ে সহ অসংখ্য গুনাগ্রহী রেখে গেছেন।

এদিকে ডা. রমেশ চন্দ্র নাথের লাশ ঢাকা থেকে নিয়ে মেহেরপুরের পথে রওয়ানা হয়েছে তার স্বজনরা। আজ বিকাল ৩টার দিকে মেহেরপুর পৌর শ্মসান ঘাটে তার অন্তষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএমএএর সভাপতি ছাড়াও মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি, মেহেরপুর জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান পরিষদের সভাপতি, মেহেরপুর প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতিসহ বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এদিকে ডাক্তার রমেশ চন্দ্র নাথ এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএমএএর সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের, জেলা স্বাশিপের সভাপতি এমএ বাসার, মেহেরপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য সহ

বিভিন্ন মহল থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিমায় চলছে রঙ তুলির শেষ আঁচড়

আগমনী বার্তা নিয়ে আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গোৎসব। মহালয়ার মধ্যদিয়ে দেবী দূর্গার আগমন ঘটেছে মর্তলোকে। এবার দেবী দূর্গা আসবে ঘোড়ায় চড়ে। মা কে বরণ করে নিতে পূজা মন্ডপগুলোর প্রতিমাতে দেওয়া হচ্ছে তুলি শেষ আঁচড়। মনের মাধুরি মিশিয়ে, নিপুন হাতে প্রতিমা শিল্পিরা নিরলস সেই কাজে ব্যস্ত।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুরের হরিসভা মন্দির, বড় বাজার কালী মন্দির, নায়েববাড়ি রাধা মাধব মন্দির, দাস পাড়া কালী মন্দিরে পূজার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূজা মন্ডপগুলো সাজানো হচ্ছে নানান সাজে। সনাতন ধর্মালম্বীদের মধ্যে বিরাজ করেছে উৎসবের আমেজ।

স্থানীয় শিল্পী ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পিরা এখানে এসে রং করছেন প্রতিমায়। দূর্গা ছাড়াও লক্ষী, স্বরস্বতী, কার্তিক, গনেশ, অসুর, সিংহ, মহিষ, পেঁচা, হাঁস, সর্পসহ প্রায় ১২টির অধিক প্রতিমায় দেওয়া হচ্ছে পছন্দের রং। প্রতিমায় রং করার পাশাপাশি অস্থায়ী মন্ডপ গুলোতে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

পঞ্জিকা অনুযায়ী ২২ অক্টোবর মহাষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধনের মধ্যে শুরু হবে এ শারদীয় দুর্গোৎসব। দশমী পূজার মধ্য দিয়ে ২৬ অক্টোবর শেষ হবে এ উৎসব।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ থেকে জানা গেছে, এবছর মেহেরপুর জেলায় ৪২টি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হবে দূর্গোৎসব। এর মধ্যে সদরে ১৪টি, গাংনী উপজেলায় ২২টি ও মুজিবনগরে ৬টি।

প্রতিমা শিল্পি মানিক পাল বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ,

এখন চলছে রঙ করার কাজ। আগামী সপ্তাহ খানেকের ভিতর পূজা তৈরির সকল কাজ শেষ হয়ে যাবে।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক নায়েব বাড়ি পূজা মন্ডপের পুরোহিত জিৎ মূখার্জি জানান, এবার পূজার প্রস্ততি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন শুধু অপেক্ষা মা দূর্গাকে বরণ করে নেওয়ার।

তবে করোনা আতঙ্কের কারনে অনেকটা ভাটা পড়েছে এবারের পূজা উৎসবে। সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পূজা উদযাপন করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

এবছর আরতি, গান-বাজনা, পূজা প্যান্ডেলের পাশে মেলা বসানো, বিসর্জনের আগে শোভাযাত্রা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শহরের নায়েববাড়ি রাধা মাধব মন্দিরের সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা বলেন, পূজা উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পূজাটা যেন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সরকারি বিধি নিষেদ মেনে মন্ডপে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী রেখে পূজা পূজা শেষ করতে পারি এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মেহেরপুর হরিসভা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক কিশোর পাত্র বলেন, আমরা এক বছর ধরে অপেক্ষা করছি, কখন মা আসবে। মায়ের আগমনের জন্যই আমাদের এই প্রস্তুতি । যথেষ্ট পরিকল্পনা থাকার পরও প্রতিবারের মতো এবারের পূজাতে ততটা জাঁকজমকপূর্ণ করতে পারছি না।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান পূজা উদযাপন প্রস্তুতি সভায় বলেন, করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ আমাদের সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা অসম্প্রাদায়িক সম্প্রতি বজায় রেখে যার যার ধর্ম পালন করে আসছি। হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের। আমাদের ঐতিহ্য যাতে ভাটা না পড়ে সে দিক বিবেচনা সরকারি বিধি মেনে দূর্গোৎসব পালনের তাগিদ দেন তিনি।